চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:২১.১২.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ডেঙ্গু-চিকনগুনিয়াবাহী মশা নিয়ন্ত্রণে গবেষণা প্রয়োজন : মেয়র ডা. শাহাদাত

ডেঙ্গু, জিকা ও চিকুনগুনিয়াবাহী এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে টেকসই ও কার্যকর সমাধান নিশ্চিত করতে গবেষণাভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। রোববার (২১ ডিসেম্বর) থিয়েটার ইনস্টিটিউট চট্টগ্রামে আয়োজিত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও এসপেরিয়া হেলথ রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এআরএফ)-এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত “চট্টগ্রামে ডেঙ্গু, জিকা ও চিকুনগুনিয়া সংক্রমণের সার্বিক পরিস্থিতি, জনস্বাস্থ্যে প্রভাব, চিকিৎসা পদ্ধতি এবং ভাইরাসের জিনোমের স্বরূপ উন্মোচন” শীর্ষক একটি বিস্তৃত গবেষণা কার্যক্রমের ফলাফল উপস্থাপনকালে তিনি এসব কথা বলেন। মেয়র বলেন, নগর এলাকায় ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার প্রকোপ শুধু স্বাস্থ্যঝুঁকিই নয়, এটি একটি বড় জনস্বাস্থ্য ও নগর ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ। মশার প্রজননস্থল, মৌসুমি ও জলবায়ুগত প্রভাব, নগরের অবকাঠামো এবং মানুষের আচরণ—এসব বিষয় বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ না করলে মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম দীর্ঘমেয়াদে সফল হবে না। তিনি গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে নীতিনির্ধারণ, ওয়ার্ডভিত্তিক পরিকল্পনা ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর জোর দেন। এসময় তিনি গবেষক, চিকিৎসক, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে চট্টগ্রামকে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ামুক্ত নগর হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলে ডেঙ্গু, জিকা ও চিকুনগুনিয়া সংক্রমণের প্রকৃত চিত্র নিরূপণ এবং ভবিষ্যৎ জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবিলায় কার্যকর কৌশল প্রণয়নের লক্ষ্যে চলতি বছরের জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত এই গবেষণা পরিচালিত হয়। এসপেরিয়া হেলথ কেয়ার লিমিটেডের সহযোগিতায় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগ, চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, ইউএসটিসি, এপোলো ইম্পেরিয়াল হাসপাতাল, ডিজিজ বায়োলজি এন্ড মলিকুলার এপিডেমিওলজি রিসার্চ গ্রুপ এবং নেক্সট জেনারেশন রিসার্চ, সিকুয়েন্সিং এন্ড ইনোভেশন ল্যাব চিটাগং (এনরিচ)-এর গবেষকদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই গবেষণায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও বিভিন্ন উপজেলার রোগীদের ক্লিনিক্যাল, জনস্বাস্থ্য, রোগতত্ত্ব এবং জেনেটিক বৈশিষ্ট্যের ওপর বিস্তারিত ও বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ করা হয়। চিকুনগুনিয়া সংক্রান্ত গবেষণায় গবেষকরা উল্লেখ করেন, বাংলাদেশে বিশেষ করে চট্টগ্রাম অঞ্চলে চিকুনগুনিয়া বর্তমানে দ্রুত বিস্তারমান একটি মশাবাহিত ভাইরাসজনিত রোগ হিসেবে গুরুতর জনস্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জে রূপ নিয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, এই রোগ কেবল স্বল্পমেয়াদি জ্বরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং দীর্ঘস্থায়ী অস্থিসন্ধির ব্যথা, কর্মক্ষমতা হ্রাস এবং উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হয়ে উঠছে। গবেষণায় আরও উঠে আসে যে, চিকুনগুনিয়ার সঙ্গে ডেঙ্গু (১০ শতাংশ) ও জিকা (১ দশমিক ১ শতাংশ) একযোগে সংক্রমণ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে কোতোয়ালী, বাকলিয়া, ডবলমুরিং, আগ্রাবাদ, চকবাজার, হালিশহর ও পাঁচলাইশ এলাকায় সংক্রমণের হার ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি। উপজেলা পর্যায়ে সীতাকুন্ড, বোয়ালখালি ও আনোয়ারা এলাকায় সংক্রমণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ রোগীর ক্ষেত্রে তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী অস্থিসন্ধির ব্যথা তিন মাসের বেশি সময় ধরে স্থায়ী হয়েছে, যার হার প্রায় ৬০ শতাংশ। ভুল রোগ নির্ণয় ও পর্যাপ্ত রিপোর্টিংয়ের অভাবে প্রকৃত রোগভার অনেকাংশেই অজানা থেকে যাচ্ছে বলে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়। পাশাপাশি জনসচেতনতার অভাব এবং গড়ে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা ব্যয়ের চাপ রোগ ব্যবস্থাপনাকে আরও জটিল করে তুলছে। চট্টগ্রামে এক হাজার একশত রোগীর ওপর পরিচালিত দেশের বৃহত্তম এই গবেষণায় দেখা গেছে, গোড়ালি, হাঁটু, কব্জি ও হাতের অস্থিসন্ধি সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়। বহু রোগীর ক্ষেত্রে সকালে অস্থিসন্ধি শক্ত হয়ে যাওয়া ও ফোলা ভাবের লক্ষণ স্পষ্টভাবে পাওয়া গেছে। জিনগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাইরাসের উল্লেখযোগ্য জিনগত বৈচিত্র্য শনাক্ত করা হয়েছে, যেখানে দেখা যায় এই ভেরিয়েন্ট পূর্বে পাকিস্তান, ভারত ও থাইল্যান্ডে শনাক্ত হওয়া ভেরিয়েন্টের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও চট্টগ্রামে প্রাপ্ত ভাইরাসে অর্ধশতাধিক জিনগত পরিবর্তন বা মিউটেশন বিদ্যমান রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আরও গভীর গবেষণা চলমান রয়েছে। গবেষকরা মত দেন যে, চিকুনগুনিয়া এখন আর কেবল একটি সাময়িক জ্বরের রোগ নয়; এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি জনস্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক সংকটে পরিণত হয়েছে। শুধুমাত্র ডেঙ্গুকেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণ কৌশল দিয়ে এই রোগ মোকাবিলা সম্ভব নয় বলে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়। অন্যদিকে, ডেঙ্গু সংক্রান্ত গবেষণায় চট্টগ্রাম অঞ্চলের মোট এক হাজার সাতশত সাতানব্বই জন রোগীর ক্লিনিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। এতে দেখা যায়, প্রায় অর্ধেক রোগী সতর্কতামূলক লক্ষণসহ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ছিলেন এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রোগী গুরুতর ডেঙ্গুতে ভুগেছেন। উপসর্গ বিশ্লেষণে দেখা গেছে, প্রায় সব রোগীরই জ্বর ছিল। পাশাপাশি বমিভাব, মাথাব্যথা, মাংসপেশির ব্যথা, চোখের পেছনে ব্যথা, পেটব্যথা ও ডায়রিয়ার মতো উপসর্গ উচ্চ হারে উপস্থিত ছিল। জনসংখ্যাগত বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী তরুণ জনগোষ্ঠী ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে এবং পুরুষ রোগীর সংখ্যা নারীদের তুলনায় বেশি। শহরাঞ্চলের মানুষ গ্রামাঞ্চলের তুলনায় অধিক ঝুঁকিতে রয়েছে বলেও গবেষণায়

উঠে আসে। সহ-রোগ বিশ্লেষণে উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে বেশি পাওয়া গেছে। কিছু রোগীর ক্ষেত্রে রক্তক্ষরণ ও শরীরে তরল জমে যাওয়ার মতো জটিলতাও শনাক্ত করা হয়েছে। সার্বিকভাবে গবেষণায় বলা হয়, চট্টগ্রামে ডেঙ্গু সংক্রমণ প্রধানত তরুণ, শহরাঞ্চলের পুরুষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেশি দেখা যাচ্ছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগটি নিয়ন্ত্রিত পর্যায়ে থাকলেও সতর্কতা অত্যন্ত জরুরি। উক্ত গবেষণায় নেতৃত্ব প্রদান করেন চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক ডা. এইচ এম হামিদুল্লাহ মেহেদী, রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. আবুল ফয়সাল মোহাম্মদ নুরুদ্দিন এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. আদনান মান্নান। গবেষক দলে আরও যুক্ত ছিলেন দেশের বিভিন্ন খ্যাতনামা চিকিৎসক ও গবেষকগণ। গবেষণা কার্যক্রমে সহযোগিতায় ছিল বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস, চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যাপক ও প্রিন্সিপাল ডা. জসিম উদ্দিন, মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ডা. এম এ সাত্তার, হৃদরোগ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ ইবরাহিম চৌধুরী এবং চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের হৃদরোগ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মো. একরাম হোসাইন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসপেরিয়া হেলথ কেয়ার লিমিটেডের চেয়ারম্যান গোলাম বাকি মাসুদ, ডা. সারোয়ার আলমসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, চিকিৎসক ও গবেষকবৃন্দ। রিসার্চ প্রজেক্টের টিম লিডার অধ্যাপক ডা. আদনান মান্নান বলেন, “ভাইরাসের জিনগত বিশ্লেষণে আমরা একাধিক নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ মিউটেশন শনাক্ত করেছি, যা এই অঞ্চলে রোগের বিস্তার ও তীব্রতার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে। এসব তথ্য ভবিষ্যতে চিকিৎসা ও রোগ নিয়ন্ত্রণ কৌশল নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।” এসপেরিয়া হেলথ কেয়ার লিমিটেডের চেয়ারম্যান গোলাম বাকি মাসুদ বলেন, “ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া এখন কেবল চিকিৎসা-সংক্রান্ত সমস্যা নয়; এটি একটি সমন্বিত জনস্বাস্থ্য ও উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ। গবেষণাভিত্তিক তথ্য ছাড়া এই সংকট মোকাবিলা সম্ভব নয়। এসপেরিয়া সবসময় বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ও জনস্বার্থে কার্যকর উদ্যোগের পাশে রয়েছে।”গবেষণার নেতৃত্বদানকারী চিকিৎসকরা জানান, শুধুমাত্র ডেঙ্গুকেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণ কৌশল দিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। চিকুনগুনিয়াকে একটি দীর্ঘমেয়াদি জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে সমন্বিত রোগ নিয়ন্ত্রণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার ওপর তারা গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ও সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক-গবেষকরা এই গবেষণাকে চট্টগ্রাম ও দেশের জন্য একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ হিসেবে উল্লেখ করেন এবং গবেষণার ফলাফলকে জনস্বাস্থ্য নীতিনির্ধারণে অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানান।

লিভার রোগ এখন নীরব বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সংকট, বাঁচতে প্রয়োজন সচেতনতা : মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

লিভার রোগ বর্তমানে একটি নীরব কিন্তু ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক জনস্বাস্থ্য সংকটে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর প্রায় ২০ লাখ মানুষ লিভার রোগে মারা যাচ্ছে, যা মোট মৃত্যুর প্রায় ৪ শতাংশ। বাংলাদেশে এ সংকট আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এ সমস্যা থেকে বাঁচতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সচেতনতা এবং সচেতন জীবনযাপন। রবিবার রেডিসন ব্লু হোটেল, চট্টগ্রাম বে ভিউয়ের মেজবান হল-এ আয়োজিত এসোসিয়েশন ফর দ্যা স্টাডি অফ লিভার ডিজিজেজ (এএসএলবিডি) (Association for the Study of Liver Diseases Bangladesh (ASLDB)-এর ১৯তম বার্ষিক আন্তর্জাতিক লিভার রোগ বিষয়ক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মেয়র বলেন, বাংলাদেশে আনুমানিক ৮০ লাখ মানুষ দীর্ঘমেয়াদি হেপাটাইটিস বি ও সি ভাইরাসে আক্রান্ত। পাশাপাশি নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ (NAFLD) মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ছে, যা বর্তমানে দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। “এগুলো শুধু পরিসংখ্যান নয়—এগুলো জাতীয় উৎপাদনশীলতা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও অর্থনীতির ওপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশে লিভার রোগ ইতোমধ্যে মৃত্যুর অষ্টম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত,”—যোগ করেন তিনি। তিনি বলেন, বাংলাদেশের লিভার রোগ সংকটের পেছনে কিছু নির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। অনিরাপদ চিকিৎসা পদ্ধতি, প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে টিকাদানের ঘাটতি, দেরিতে রোগ শনাক্তকরণ এবং পর্যাপ্ত স্ক্রিনিংয়ের অভাব পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে। অধিকাংশ রোগী সিরোসিস বা লিভার ক্যানসারের মতো জটিল পর্যায়ে পৌঁছানোর পর চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। নগরায়ণের প্রভাব প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, দ্রুত নগরায়ণের ফলে জীবনযাত্রায় বড় পরিবর্তন এসেছে। চট্টগ্রামের মতো মহানগরে শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা, স্থূলতা ও ডায়াবেটিসের হার বাড়ছে, যা সরাসরি মেটাবলিক ডিজঅর্ডার ও ফ্যাটি লিভার রোগ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সিটি করপোরেশনের মূল দায়িত্ব হলো প্রতিরোধ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, প্রাপ্তবয়স্কদের টিকাদান উৎসাহিত করা, প্রাথমিক স্ক্রিনিং ও কমিউনিটি আউটরিচ কার্যক্রম জোরদারের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন তিনি। তিনি এএসএলবিডি’র গবেষণা, বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, এ ধরনের বৈজ্ঞানিক সম্মেলন কেবল একাডেমিক আয়োজন নয়; বরং এখান থেকেই তথ্যভিত্তিক জনস্বাস্থ্য নীতি প্রণয়নের ভিত্তি তৈরি হয়। সমাপনী বক্তব্যে মেয়র বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG)–৩ এর লক্ষ্য ৩.৩ অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে হেপাটাইটিস নির্মূলে সরকার, চিকিৎসক সমাজ ও নাগরিক সমাজকে একযোগে কাজ করতে হবে। প্রতিকারমূলক চিকিৎসার বদলে আমাদের প্রতিরোধভিত্তিক স্বাস্থ্যনীতির দিকে অগ্রসর হতে হবে, যেন কোনো নাগরিক প্রতিরোধযোগ্য লিভার রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ না হারায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এএসএলবিডি’র সভাপতি প্রফেসর ডা. মো. শাহিনুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ডা. আবদুল্লাহ আল মাহমুদ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. মোহাম্মদ জসিম উদ্দিনসহ বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের শিক্ষক, লিভার রোগ বিশেষজ্ঞ, গবেষক ও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত চিকিৎসকবৃন্দ।

নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমেই সমাজের পরিবর্তন সম্ভব: মেয়র ডা. শাহাদাত

সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে হলে নৈতিক শিক্ষার বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, নৈতিকতার ভিত্তিতে সমাজ পুনর্গঠন সম্ভব হলে মাদক সমস্যা, কিশোর গ্যাং থাকবেনা। এজন্য শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) রাতে আইস ফ্যাক্টরিস্থ তাওহিদুল উম্মাহ মাদরাসার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ ও হিফজ সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীদের পাগড়ী প্রদান অনুষ্ঠানে মেয়র এ মন্তব্য করেন। তাওহিদুল উম্মাহ মাদরাসার চেয়ারম্যান শাহ আলমের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন আল-জামেয়া আল ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রামের মুহতামিম হযরত মওলানা আবু তাহের নদভী কাসেমী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক শওকত আজম খাজা, আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা আনোয়ারুল হক আল-আযহারী, সদরঘাট থানা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাউছার হোসেন বাবু, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী তরুণ দলের কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক মো. সাঈদুর রহমান সাঈদ, রেলওয়ে স্টেশন কলোনী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিব মাওলানা মুফতি ওবায়দুল্লাহ, আল হামিম ইন্সটিটিউশনের প্রিন্সিপাল আরিফুল ইসলাম এবং নাজিমুদ্দিন চৌধুরী এ্যানেল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সদরঘাট থানা বিএনপি নেতা জামসেদ হায়দার, সাবেক মহানগর যুবদল নেতা আনোয়ার হোসেন, সাত্তার, সদরঘাট থানা যুবদলের সাবেক সদস্য সচিব মো. রাশেদ, মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মো. কামাল, শ্রমিক নেতা রাইসুল ইসলাম রুমন, ফজলুল হক রোমেল, নজরুল ইসলাম, সিরাজ, ছাত্রনেতা মো. শামছুজ্জামান বাপ্পী, সদরঘাট থানা মৎস্যজীবী দল নেতা টিটু, যুবদল নেতা মো. কাশেম, মো. জিয়াউদ্দিন, মো. হারুন, মো. শাহীন, মো. মেহেরাজ, মো. জামাল, জহির, রবিউল ইসলাম রাজু, তাঁতি দল নেতা খোকনসহ বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ ও সুধীজন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র বলেন, “হিফজে কোরআন সম্পন্ন করা শুধু একটি শিক্ষাগত অর্জন নয়, এটি নৈতিকতা, চরিত্র গঠন ও আত্মশুদ্ধির এক অনন্য দৃষ্টান্ত। আজকের এই হাফেজরা আগামী দিনের আলোকিত সমাজ গঠনে নেতৃত্ব দেবে। দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক জ্ঞান অর্জনের সমন্বয় ঘটাতে পারলেই একটি মানবিক ও মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রসারে সবসময় সহযোগিতার মানসিকতা নিয়ে কাজ করবে।” অনুষ্ঠান শেষে হিফজ সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের পাগড়ী পরিয়ে দেওয়া হয় এবং কৃতী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

চাকতাইয়ে সুবিধাবঞ্চিতদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করলেন মেয়র ডা. শাহাদাত

মহান বিজয় দিবস ২০২৫ উপলক্ষে চট্টগ্রাম নগরীর চাকতাই এলাকায় সুবিধাবঞ্চিত ও শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। চাকতাই মহল্লা ও সমাজ উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে শনিবার (বিজয় দিবস প্রাক্কালে) ভেড়া মার্কেট খাল পাড় এলাকায় আয়োজিত এ মানবিক কর্মসূচিতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। চাকতাই মহল্লা ও সমাজ উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি জসিম উদ্দিন মিন্টু’র সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফেরদৌস ওয়াহিদের সঞ্চালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, “মহান বিজয় দিবস আমাদের স্বাধীনতা, ত্যাগ ও আত্মমর্যাদার চেতনার প্রতীক। এই দিনে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোই প্রকৃত বিজয়ের বহিঃপ্রকাশ। শীতের কষ্টে থাকা মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে সমাজের বিত্তবান ব্যক্তি ও সামাজিক সংগঠনগুলোর সম্মিলিত উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি।” তিনি আরও বলেন, একটি মানবিক ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে সামাজিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকলে সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবনমান উন্নয়নে তা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের মানবিক উদ্যোগে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ও আমন্ত্রিতদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চাকতাই মহল্লা ও সমাজ উন্নয়ন সংস্থার উপদেষ্টা ডা. মোস্তাফিজুর রহমান, বিএনপি নেতা বেলাল উদ্দিন, মো. নাছির উদ্দিন, সাইফুল ইসলাম সেলিম, কবির উদ্দিন, মোস্তাক সওদাগর, আবুল কালাম আজাদ, আবদুল গনি পেয়ার, এন মোহাম্মদ রিমনসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথিসহ অতিথিরা সুবিধাবঞ্চিত ও শীতার্ত মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেন। এ সময় স্থানীয় বাসিন্দারা এ মানবিক উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮